# সোনালি কমলা গাছের ভ্রমণ

## দয়া এবং ঐক্যের বীজ

By Thaminder Singh Anand SikhBookClub.com

সেখানে, পাহাড়ের মাঝখানে ঘেরা একটি কোলাহলপূর্ণ বাগানে, একটি ছোট কিন্তু উৎসাহী কমলা গাছ বাস করত। বাগানের অন্য গাছগুলো যখন তাদের ডালপালা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখত, কমলা গাছটি বাগানের চেনা সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার আনন্দ উপভোগের ইচ্ছা রাখত।

এক উজ্জ্বল সকালে কমলা গাছটি, আগ্রহ এবং সাহসিকতায় পূর্ণ হৃদয় নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সুদূর ভূমিতে যাত্রা শুরু করে। যখন কমলা গাছটি বিশাল সমুদ্র এবং আকাশের যাত্রা শুরু করলো তখন সে পথে নতুন দর্শন এবং শব্দের মুখোমুখি হয়েছিল। বিদেশী জমির মধ্যে, কমলা গাছটি শিখ ধর্মের শিক্ষায় সান্ত্বনা খুঁজে পায়, যা সকল প্রাণীর মধ্যে সমবেদনা, সমতা এবং ঐক্যের গুরুত্বের উপর জোর দেয়।

একটি লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছের শীতল ছায়ায়, কমলা গাছটি কবি নামক একজন বুদ্ধিমান বৃদ্ধ কোয়ালার মুখোমুখি হয়েছিল, যিনি ফলটির সাথে শিখ ধর্ম সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান ভাগ করেছিলেন। কবি শিখ ধর্মের শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক দেব জির কথা বলেছেন, যিনি শিখিয়েছিলেন যে নিঃস্বার্থ সেবা এবং সমস্ত মানবতার প্রতি ভালবাসার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান পাওয়া যেতে পারে।

কবির কথার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, কমলা গাছটি অস্ট্রেলিয়ায় তার যাত্রায় শিখ ধর্মের নীতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার সংকল্প করেছিল। তিনি যখন কোলাহলপূর্ণ শহর থেকে দূরবর্তী গ্রামগুলিতে ভ্রমণ করেছিলেন, কমলা গাছটি যেখানেই যায় সেখানে দয়া এবং সহানুভূতি ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ খুঁজছিল।

সিডনির মাঝখানে, কমলা গাছটি একটি গৃহহীন ব্যক্তিদের এক সম্প্রদায়ের মুখোমুখি হন যারা উচু ভবনের ছায়ার তলায় লুকিয়ে ছিলেন। বিনা দ্বিধায়, কমলা গাছটি প্রয়োজনীয়দের তার মিষ্টি এবং টক ফল ভাগ করে দেয়,উৎসাহ এবং আত্মীয়তার অনুভূতি ভাগ করে নিয়েছে।

কমলা গাছটি একটি শুকনো এবং ক্লান্ত ক্যাঙ্গারুকে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে বিশাল বিস্তৃত ভূমিতে জল খুঁজতে সংগ্রাম করতে দেখেছিল। সেবা, বা নিঃস্বার্থ সেবার শিখ নীতির কথা স্মরণ করে, কমলা গাছটি ক্যাঙ্গারুকে তার ভ্রমণের সময় সংগ্রহ করা মূল্যবান জল দিয়েছিল, তার তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল এবং তার শক্তিকে সতেজ করেছিল।

কমলা গাছটির তার যাত্রা অব্যাহত রাখার সাথে সাথে তিনি সমস্ত আকার এবং আকৃতির লোকেদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সকলের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে কমলা গাছটি শিখেছে যে প্রকৃত ঐক্য কেবলমাত্র সমস্ত মানুষকে আপন করে নেওয়া, বোঝা এবং ভালোবাসার মাধ্যমে অর্জন করা যায়।

By Thaminder Singh Anand SikhBookClub.com

প্রতিটি দিন অতিবাহিত করার সাথে সাথে, অস্ট্রেলিয়ার মধ্য দিয়ে কমলা গাছের যাত্রা কেবল একটি শারীরিক ভ্রমণের চেয়ে বেশি হয়ে উঠেছে। কমলা গাছটি যখন অস্তগামী সূর্যের উষ্ণ আভা উপভোগ করছিল, তার শাখাগুলি পাকা ফল এবং তার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরা, সে বুঝতে পেরেছিল যে তার যাত্রা সবে শুরু হয়েছে।

কারণ যেখানেই কোন অভাবী প্রাণী, অন্যায় বা কষ্ট ছিল, কমলা গাছ সেখানেই থাকতো এবং শিখ ধর্মের কখনো না শেষ হওয়া জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করতো।

সত্যিকারের সুখ এবং সন্তুষ্টি কেবলমাত্র "দয়া, সমবেদনা এবং প্রেমের কাজগুলির মাধ্যমে" পাওয়া যায়।

# বাচ্চাদের জন্য পাঁচ মিনিটের কাজ

খাবারের পাঁচ মিনিট আগে বাচ্চাদের মুল মন্ত্র পড়তে উৎসাহিত করুন। এই অনুশীলন তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে মনোযোগ এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। বিকল্পভাবে, তাদের তরুণ মনকে স্থির করার জন্য যেকোনো কাজের আগে একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ শুরু করুন। এই অনুশীলনগুলি তাড়াতাড়ি শুরু করার মাধ্যমে, শিশুরা শিখ মূল্যবোধের সাথে সংযুক্ত হয় এবং সমাজের ভবিষ্যৎ গঠন করে।

By Thaminder Singh Anand SikhBookClub.com

# শিখদের দশ গুরু সাহেবানের নাম

1) গুরু নানক দেব
2) গুরু অঙ্গদ দেব
3) গুরু অমরদাস
4) গুরু রামদাস
5) গুরু অর্জন দেব
6) গুরু হরগোবিন্দ সাহেব
7) গুরু হর রায়
8) গুরু হর কৃষাণ
9) গুরু তেগ বাহাদুর
10) গুরু গোবিন্দ সিং

গুরু গোবিন্দ সিং শিখ গুরুদের বংশের পর গুরু গ্রন্থ সাহেবকে চিরন্তন গুরু হিসেবে ঘোষণা করেন।

# মুল মন্ত্র আবৃত্তি

**੧ੴ सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभं गुरप्रसादि ॥**

অকাল-পুরুষ একজন, যার নাম 'অস্তিত্বশীল' যিনি জগতের স্রষ্টা, (কর্তা) যিনি সর্বব্যাপী, ভয় মুক্ত (নির্ভয়), শত্রু মুক্ত (অজাতশত্রু), যার স্বরূপ সময়ের বাইরে থাকে (ভাব, যার দেহ অবিনশ্বর), যিনি জন্মের সাধারণ নিয়মের মধ্যে আসেন না, যার আবির্ভাব স্বয়ং প্রকাশ পেয়েছে এবং এই সমস্ত কিছু সতগুরুর কৃপায় প্রাপ্ত হয়।

**॥ जपु ॥**

জপ করো। (যা গুরুর বক্তৃতার শিরোনাম হিসাবেও বিবেচিত হয়।)

**आदि सचु जुगादि सचु ॥**

নিরাকার (অকালপুরুষ) মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে সত্য ছিলেন, যুগের শুরুতেও সত্য (স্বরূপ) ছিলেন।

**है भी सचु नानक होसी भी सचु ॥१॥**

এখন বর্তমানেও তাঁর অস্তিত্ব আছে, শ্রী গুরু নানক দেব জী বলেছেন, ভবিষ্যতেও এই সত্যস্বরূপ নিরাকারের অস্তিত্ব থাকবে।। ১।।

# গুরু শব্দ

## पउड़ी ॥

পাউরি॥

**जा तू मेरै वलि है ता किआ मुहछंदा ॥**

হে ঈশ্বর ! তুমি যখন আমার সাথে থাকো তখন আমার কারো উপর নির্ভর বা আশা করার কি দরকার?

**तुधु सभु किछु मैनो सउपिआ जा तेरा बंदा ॥**

সত্য এই যে, আপনি আমাকে সবকিছু দিয়েছেন এবং আমি কেবল আপনার দাস।

**लखमी तोटि न आवई खाइ खरचि रहंदा ॥**

আমি নিঃসন্দেহে যতই খাই আর খরচ করি না, কেন কিন্তু ধন-সম্পদদের যেন কোন অভাব না থাকে।

**लख चउरासीह मेदनी सभ सेव करंदा ॥**

চৌরাশি লক্ষ প্রজাতির সমস্ত জীব জগৎ তোমারই পূজা করে।

**एह वैरी मित्र सभि कीतिआ नह मंगहि मंदा ॥**

তুমি আমার সকল শত্রুকে আমার বন্ধু বানিয়েছ এবং এখন তারা আমার কোন ক্ষতি চায় না।

**लेखा कोइ न पुछई जा हरि बखसंदा ॥**

যখন পরমাত্মা ক্ষমাশীল তখন কর্মের হিসাব কেউ জিজ্ঞেস করে না।

**अनंदु भइआ सुखु पाइआ मिलि गुर गोविंदा ॥**

গোবিন্দ গুরুর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে আমরা পরম সুখ লাভ করেছি এবং আমাদের মনে কেবল আনন্দ রয়েছে।

**सभे काज सवारिऐ जा तुधु भावंदा ॥৩॥**

চাইলেই সব কাজ সিদ্ধ হয় ॥ ৭।

By Thaminder Singh Anand  SikhBookClub.com

# গুরু শব্দ

**राखा एकु हमारा सुआमी ॥**
আমাদের প্রভু ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেন,

**सगल घटा का अंतरजामी ॥१॥ रहाउ ॥**
সকলের মনের ভাব তিনি জানেন ॥১॥ থাকো।

**सोइ अचिंता जागि अचिंता ॥**
সেখানে ঘুমানো এবং জেগে ওঠার সময় কোন চিন্তা নেই।

**जहा कहां प्रभु तूं वरतंता ॥२॥**
হে ঈশ্বর! যেখানেই কাজ করছেন।

**घरि सुखि वसिआ बाहरि सुखु पाइआ ॥**
ঘরে-বাইরে তিনি শুধু সুখই পেয়েছেন,

**कहु नानक गुरि मंत्रु द्रिड़ाइआ ॥३॥२॥**
হে নানক! গুরু এই মন্ত্রকে শক্তিশালী করেছেন ॥৩॥২॥

By Thaminder Singh Anand SikhBookClub.com

# গুরু শব্দ

**गउड़ी महला ५ ॥**
গৌড়ি মহল্লা ৫ ॥

**थिरु घरि बैसहु हरि जन पिआरे ॥**
হে ভগবানের প্রিয় ভক্তগণ! নিজের হৃদয়ের ঘরে একাগ্র হয়ে বসো।

**सतिगुरि तुमरे काज सवारे ॥१॥ रहाउ ॥**
সতগুরু তোমার কাজ সাজিয়েছেন।॥১ ॥ থাকো।

**दुसट दूत परमेसरि मारे ॥**
পরমেশ্বর দুষ্ট ও নীচদের ধ্বংস করে দিয়েছেন।

**जन की पैज रखी करतारे ॥१॥**
নিজের সেবকের প্রতিষ্ঠা সৃজনহার প্রভু রেখেছেন।॥১॥

**बादिसाह साह सभ वसि करि दीने ॥**
জগতের রাজা-মহারাজা প্রভু সকলকে নিজের সেবকের অধীনস্থ করেছেন।

**अम्रित नाम महा रस पीने ॥२॥**
তিনি ভগবানের নামের অমৃতের পরম রস পান করেছেন।॥২॥

**निरभउ होइ भजहु भगवान ॥**
নির্ভয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করুন।

**साधसंगति मिलि कीनो दानु ॥३॥**
সাধুসঙ্গে মিশে ঈশ্বরের স্মরণের এই দান (ফল) অন্যকেও প্রদান করো ॥৩॥

**सरणि परे प्रभ अंतरजामी ॥**
নানকের উক্তি যে হে অন্তর্যামী প্রভু! আমি তোমার আশ্রয়ে এসেছি।

**नानक ओट पकरी प्रभ सुआमी ॥४॥१०८॥**
আর তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমর্থন নিয়েছেন। ৪ ॥১০৮॥

# কেন আপনাকে পাগড়ী করতে হবে

- **সুপারহিরো হওয়ার প্রতীক:** পাগড়িকে একটি বিশেষ সুপারহিরো প্রতীক হিসেবে ভাবুন! এটি তৈরি করেছিলেন গুরু গোবিন্দ সিং নামে একজন জ্ঞানী গুরু,এবং এটি সবাইকে দেখায় যে আপনি শিখ দলের অংশ যারা অন্যদের সাহায্য করতে এবং সঠিক কাজ করতে বিশ্বাস করে।

- **সবাই সমান:** অনেক আগে, শুধুমাত্র অতি-ধনীরা একচেটিয়া মাথার পোশাক পরতেন। কিন্তু গুরু চেয়েছিলেন যে সবাই গুরুত্বপূর্ণ এবং সমান বোধ করুক, এই কারণেই তিনি সমস্ত শিখদের জন্য পাগড়ীকে একটি প্রতীক বানিয়ে দিয়েছে ।

- **প্রতিশ্রুতি এবং শক্তি:** পাগড়ি শিখদের তাদের প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেয়: দয়ালু, সাহসী এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকা। এমনকি এটি বাঁধা ধ্যানের মতো, যা আপনাকে ধ্যান মগ্ন করতে সহায়তা করে।

- **ব্যবহারিক জিনিস:** পাগড়িও দরকারী ছিল! তারা মাথা এবং লম্বা চুল সুরক্ষিত উপাসনালয়গুলি (যা শিখদের কাছে পবিত্র) পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করেছে।

- **রাজকীয় অনুভূতি:** শিখরা প্রায়শই তাদের পাগড়িকে মুকুট হিসাবে বিবেচনা করে। গয়নাগুলির সাথে নয়, তবে আপনার হৃদয়ের ভিতরের একটি, আপনাকে মনে করিয়ে দেয় যে আপনি শক্তিশালী এবং আপনার বিশ্বাসের সাথে একটি বিশেষ সংযোগ রয়েছে।

- **মেয়েরা এবং ছেলেরা:** পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই গর্বিতভাবে পাগড়ি পরতে পারে, এটি দেখায় যে প্রত্যেকে শক্তিশালী হতে পারে এবং তাদের বিশ্বাসে অটল থাকতে পারে।

- **আপনার পছন্দ:** যদিও পাগড়ি বিশেষ, প্রতিটি শিখ সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা কীভাবে তাদের বিশ্বাস প্রদর্শন করবে কেউ কেউ ছোট বা ভিন্ন মাথার আবরণও পরতে পারে।

## গুরুদ্বারে মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি:

- **জুতা খুলুন:** গুরুদ্বারগুলোতে জুতা রাখার জন্য বিশেষ কক্ষ রয়েছে। লোকেরা যেখানে প্রার্থনা করে সেখানে মেঝে পরিষ্কার রাখা সম্মানের লক্ষণ।

- **আপনার মাথা ঢেকে রাখুন:** গুরুদুয়ারায় সবাই তাদের মাথা স্কার্ফ বা একটি ছোট পাগড়ি দিয়ে ঢেকে রাখে। এটি পবিত্র গ্রন্থের (গুরু গ্রন্থ সাহেব) প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। আপনার কিছু না থাকলে চিন্তা করবেন না, তাদের সাধারণত আরও বেশি থাকে!

- **শান্ত কণ্ঠ:** আপনি যখন প্রধান প্রার্থনা কক্ষে থাকবেন তখন আপনার ভেতরের কণ্ঠস্বর ব্যবহার করুন। লোকেরা হয়তো ধ্যান করছে বা গুরু গ্রন্থ সাহেবের আবৃত্তি শুনছে।

- **মেঝেতে বসুন:** গুরুদ্বারে কোন চেয়ার নেই। কার্পেট করা মেঝেতে সবাই একসাথে বসে। ক্রস-পায়ে বসার চেষ্টা করুন, এটা মজা!

- **নত করে প্রণাম:** আপনি হয়তো মানুষকে গুরু গ্রন্থ সাহেবের সামনে মাথা নত করতে দেখেছেন, যা আরও সম্মান দেখানোর একটি উপায়!

- **হুকামনামা:** গুরুর আজকের বাণী, পড়ুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন।

- **লঙ্গার সময়!** গুরুদ্বারগুলিতে লঙ্গার নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের রান্নাঘর রয়েছে। সবাই একসাথে বসে একটি সুস্বাদু ফ্রি খাবার ভাগ করে নেয়। এটা কোন ব্যাপার নয় যে আপনি কে, আপনাকে সব সময়ের জন্য স্বাগত জানাই।

## অন্যান্য তথ্য:

- **সঙ্গীত:** সেখানে লোকেরা বাদ্যযন্ত্র বাজায় এবং সুন্দর ভজন গাইবে। আপনি চুপচাপ শুনতে পারেন বা সাথে গান গাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন!

- **সাহায্য করা:** আমরা গুরুদ্বারে যেকোনো ধরনের সাহায্য দিতে পারি। আপনি দেখুন যে আপনি কোন সাহায্য করার উপায় খুঁজে পান কিনা, যদিও বা সেটা ছোট হোক না কেন!

**মনে রাখবেন:** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একটি নতুন জায়গায় এবং মানুষ সম্পর্কে জানতে হলে মনে সম্মান এবং শেখার ইচ্ছে রাখা উচিত।

## সুপার শিখের দৈনিক ব্যায়াম:

### সকালের শক্তি জাগ্রত করা :

- **ওয়াহেগুরুকে স্মরণ করুন এবং খুশি হন:** আপনি যখন জেগে উঠবেন, মনে রাখবেন যে ওয়াহেগুরু আপনাকে ভালবাসেন! সঙ্গে সঙ্গে তাদের "ধন্যবাদ জানান!"
- **আপনার হাত এবং মুখ ধুয়ে নিন:** নিজেকে পরিষ্কার করুন! তাজা অনুভব করা গুরুত্বপূর্ণ।
- **চিরুনি:** পরিষ্কার চুল আপনাদের শক্তিশালী রূপে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে।
- **একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা বলুন:** আপনি যদি একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা জানেন তবে এটি বলুন, এটি আপনার হৃদয়ে আনন্দ নিয়ে আসে।

## সারা দিন একজন শিখ সুপারহিরো হোন:

- **বড় হৃদয়:** আপনি যখনই পারেন অন্যদের সাহায্য করুন, এতে আপনার ভালো লাগবে!
- **সত্য কবচ:** সত্য কথা বল। সৎ থাকা আপনাকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে তোলে।
- **সুপার ফোকাস:** স্কুলে আপনার সেরাটা করুন! শেখা আপনাকে শক্তিশালী করে তোলে।
- **শান্ত থাকার শক্তি:** যদি রেগে যান গভীর শ্বাস নিন, শান্ত থাকা ভালো।

## সন্ধ্যার কার্যক্রম:

- **শান্ত সময়:** ভজন শুনুন বা গুরু গ্রন্থ সাহিব থেকে একটি আবৃত্তি পড়ুন। এতে আপনার মন শান্তি পায়।
- **ওয়াহেগুরুকে আলিঙ্গন করা:** ঘুমানোর আগে আপনার সাথে ঘটে যাওয়া একটি ভালো ঘটনা মনে রাখবেন। প্রতিটি মহান দিনের জন্য ওয়াহেগুরুকে ধন্যবাদ!

## মনে রাখবেন:

- **আপনি শিখছেন:** সবকিছু সহজভাবে নিন,সবকিছুতে পুরোপুরি দক্ষ হতে সময় লাগবে।
- **সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করুন:** আপনার বাবা-মা আপনার শিখ শিক্ষক। তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন!

# ছোট শিশুদের জন্য শিখ গল্প

বহুকাল আগে গুরু নানক নামে এক জ্ঞানী ও দয়ালু ব্যক্তি বাস করতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি অন্য শিশুদের থেকে আলাদা ছিলেন। তিনি চিন্তাশীল এবং যত্নশীল ছিলেন, সর্বদা বিশ্ব এবং এর লোকদের সম্পর্কে চিন্তা করতেন। গুরু নানক এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন এবং তিনি চেয়েছিলেন যে সমস্ত মানুষ এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করুক এবং বুঝতে পারবে যে আমরা সবাই সমান, আমরা কোথা থেকে এসেছি বা আমরা দেখতে কেমন তা কোন ব্যাপার না।

তিনি তার জ্ঞান ভাগ করতে অনেক জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। তিনি মানুষকে সদয় হতে, অভাবীদের সাহায্য করতে এবং মনে রাখতে শিখিয়েছিলেন যে ঈশ্বর সর্বদা আমাদের সাথে আছেন।শিখ ধর্মের শিক্ষাই এর ভিত্তি হয়ে ওঠে। তাঁর শিক্ষার মধ্যে রয়েছে যে সমস্ত মানুষ সমান, একই ঈশ্বরের জন্ম। নারীদের সম্মান করুন,তারা আমাদের জন্ম দেয়। শিখরা তিনটি প্রধান নীতিতে বিশ্বাস করে। যেগুলিকে শিখ ধর্মের তিনটি ভিত্তিও বলা হয়,যা নিম্নরূপ:

1. **নাম জাপান (ঈশ্বরকে স্মরণ): ** শিখরা সবকিছুতেই ঈশ্বরকে স্মরণে বিশ্বাস করে। তারা ঈশ্বরের নাম পুনরাবৃত্তি করে এবং মঙ্গল ও ভালবাসায় পূর্ণ জীবনযাপন করার চেষ্টা করে।

2. **কিরাত করনি (একটি সৎ জীবনযাপন করতে): ** শিখদের কঠোর এবং সততার সাথে কাজ করতে শেখানো হয়। তারা সৎ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের জীবিকা অর্জনে বিশ্বাস করে এবং অন্যকে প্রতারণা বা আঘাত করে নয়।

3. **ভন্ড ছকনা (অন্যদের সাথে ভাগ করা): ** শিখরা তাদের যা আছে তা অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে বিশ্বাস করে। এটি খাদ্য, ভালবাসা বা দয়া হোক, শিখদের তাদের চারপাশের লোকদের সাথে এই সমস্ত ভাগ করতে উৎসাহিত করা হয়।

গুরু নানক জি-এর শিক্ষাগুলি গুরুদের একটি সারিতে চলে গিয়েছিল যারা শিখদের পথ দেখাতে থাকে। প্রত্যেক গুরুই সকলের প্রতি ভালবাসা, সমতা এবং শ্রদ্ধা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ ভাগ করে নিয়েছেন।

শেষ গুরু গোবিন্দ সিং জি শিখদের সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন। তিনি শিখদের চুলনা কেটে লম্বা রাখতে বলেছেন এবং পাগড়ী আর দিন দুঃখীদের রক্ষা করার জন্য কৃপাণ ধারণ করতে বলেছেন। গুরু গোবিন্দ সিং জি গুরু গ্রন্থ সাহেবকে গুরু উপাধি দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থটি হল একটি খাজনা কারণ এটিতে কেবল গুরু ভজনের ভান্ডারই নেই তার সাথে সাথে মুসলমান এবং হিন্দুদের মত অন্যান্য ধর্মের সাধুদের জন্য উপযুক্ত শব্দ রয়েছে।গুরু গ্রন্থ সাহিব পড়া নিশ্চিত করেছে যে প্রত্যেকে, তাদের পটভূমি যাই হোক না কেন, এর পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে জ্ঞান, ভালবাসা এবং নির্দেশিকা খুঁজে পেতে পারে।

শিখরা তাদের যাত্রা চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তারা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল, কিন্তু তারা সর্বদা তাদের গুরুদের শিক্ষা মনে রেখেছিল। তারা একটি শক্তিশালী এবং প্রেমময় সম্প্রদায় হয়ে ওঠে, একে অপরকে প্রয়োজনে সাহায্য করে।

শিখ ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে বিশ্বাস করা হয় যে সবাই সমান, প্রেম এবং দয়া দ্বারা পরিচালিত হওয়া। সুতরাং, আপনি ছয় বছর বা ষাট বছর বয়সী হোন না কেন, শিখ গল্প আমাদের ভাল এবং দয়ালু হতে শেখায়, সর্বদা মনে রাখবেন যে প্রেম এবং সমতা বিশ্বকে একটি ভাল জায়গা করে তোলে।